মি | লা | নো

জীবন এখানে যেমন

ইটালির চতুর্দিকে সাগর। এ কারণে সামারের তিন মাস (জুন থেকে আগস্ট) ইটালিতে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে লাখ লাখ পর্যটক ঘুরতে আসে। ইটালি সরকারের রাজস্ব আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এই পর্যটকদের কাছ থেকে উপার্জিত। পাহাড় আর সমুদ্রের এক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইটালি।

সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় পর্যটকদের ঘিরে গড়ে উঠেছে ব্যবসাকেন্দ্র। নানা রকমের ব্যবসায় নিয়োজিত থাকে সেনেগালে, মরক্কো, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, মিশর, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশসহ পূর্ব ইউরোপের স্বল্পোন্নত দেশের মানুষ। সাগরে ঘুরতে আসা পর্যটকরা ছাতার নিচে সময় কাটায়। সামনে নীল জলের সাগর। গরম বালুর ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে ব্যবসা করছে মানুষজন। তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির ওপর গেলে অবস্থা ত্রাহি ত্রাহি। ইটালির উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকতগুলো (ইটালিতে সমুদ্র সৈকত হলো Mare, বাংলায় উচ্চারণ মারে) হলো রিমিনি, রাভেন্না, ভেন্তি মিলা, পেসকারা, বারি, ত্রেমিতি, লিগে অস্ট্রিয়া, কামপো-মারিনো, টেরমোলি, রোম প্রভৃতি। এসব মারে হাজার হাজার বাঙালি ব্যবসা করে। লাভজনক এ ব্যবসায় পরিশ্রমের ধকল অনেক। তপ্ত রোদের নিচে তিন মাস হেঁটে হেঁটে ব্যবসা করে একেকজনকে কালাম ভাই (আফ্রিকার কালো মানুষদের আমরা কালাম ভাই বলে ডাকি) হয়ে ফিরে যেতে হয়।

অন্যান্য বছরের মতো এ বছর সে রকম ব্যবসা নেই। বর্তমানে ইউরোপের অর্থনীতি প্রকট টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে। আমি একটি মারে কাজ করছি। কাজের সময় ফাঁকি দিয়ে ছাতার নিচে বসে অলস সময় কাটাই। সামনে সীমাহীন জলরাশি দেখি আর নিজেকে পর্যটক ভাবি। শত শত বছর আগে এসব দেশ থেকে ভাগ্যের অন্বেষণে মানুষ বাংলায় গিয়েছে আর বাংলার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ডায়েরি লিখেছে। আর আজ এতো বছর পর ভাগ্যের অন্বেষণে আমরাও ইউরোপে আসছি। কাজ করছি। তবু মন চলে যায় দেশে। কতো সীমাবদ্ধতা আমাদের! কতো সংকীর্ণতাই না আমাদের গ্রাস করছে সব স্তরে। কেউ একটু ছাড় দিতে রাজি নই। 'সব খেয়ে ফেলবো সব'- এই মানসিকতা আমাদের বিশেষ করে রাজনৈতিক (!) নেতাদের দিনকে দিন কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে ভাবলেই আতঙ্কে শিউরে উঠি।

গরম বালুর ওপর যখন ক্লান্ত হয়ে আসে শরীর তখন ছাতার নিচে বসে পড়ি। কখনো কখনো শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ি। হোটেলের আওতাধীন থাকে শত শত ছাতা। হোটেলের লোকজন এসে যখন দেখে আমরা কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে ছাতার নিচে শুয়ে বসে থাকি, তখন সহানুভূতি দেখায়। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়।

এখানকার মানুষ এতো উদার কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এরা জন্মের পর সীমাহীন উন্মুক্ত সমুদ্র দেখে, খোলা শস্যের মাঠ দেখে। আর আমরা? আমরা জন্মের পর বাপ-চাচাদের শরিকানার এঁদো পুকুর দেখি, যার ভাগাভাগি নিয়ে পরবর্তীতে মামলা-মোকদ্দমা হয়।

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বাধ্যতামূলকভাবে ধরে নিয়ে এসে যদি এসব বিশাল সমুদ্রের সামনে কয়েকটা মাস রাখা যেতো, তাহলে হয়তো এদের ভেতরকার সংকির্ণতার সীমাবদ্ধতা দূর হতো। আসলেই কী হতো!

মাহবুব রেজা
মিলানো ইটালি

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোন অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা **১০০০**

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে **চ্যানেল আই-এ**

নির্বাচিত **৫০টি গল্প** নিয়ে প্রকাশিত হবে **বিশেষ সংখ্যা**

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর **প্রচ্ছদ কাহিনী**

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি **বই**

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ **২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫**

লিখে ফেলুন **গল্প** আর পাঠিয়ে দিন নিচের **ঠিকানায়**

জীবনের গল্প / সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ / ই-মেইল : info@shaptahik2000.com

টো | কি | ও

হাজারী বিতর্ক...

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১২ আগস্ট ২০০৫-এর সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের সঙ্গে আমি ভিন্নমত পোষণ করছি। 'হাজারী নেই ছায়া আছে- আছে সন্ত্রাস' প্রচ্ছদ প্রতিবেদন একটু দেরিতে আমি জাপানে পেয়েছি। নোয়াখালীর সন্তান আমি। জীবনের শিশুকাল কৈশোর ও যৌবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে ফেনীতে। হাজারী ছিল হাজারী আছে হাজারী থাকবে হাজারী ফেনীর জীবন্ত রূপকথা নয়- জীবন্ত কিংবদন্তি। ফেনীর বর্তমান অবস্থা বদলেছে এটা সত্য। কিন্তু চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি কি কমেছে আগের সময় থেকে না বেড়েছে?

ফেনী-পরশুরাম-সোনাগাজী-ছাগলনাইয়া-দাগনভুইয়ায় কি সন্ত্রাস কমেছে, ভিপি জয়নাল বাহিনী, সাঈদ ইস্কান্দার বাহিনী আলাউদ্দিন বাহিনী, কান কাটা দুলাল বাহিনী, দাগনভূঞার ছেড়া আকবর বাহিনীর সন্ত্রাসে কি ফেনী জর্জরিত নয়। কারো কারো হীনমন্যতার কারণে হাজারী স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছেন কারণ ২০০১ সালে যদি হাজারী ফেনী ১-২-৩ আসনে সশরীরে নির্বাচন করতেন আর নিরপেক্ষ নির্বাচন হতো তাহলে জননেত্রী শেখ হাসিনার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি তিনটি আসনেই জয়লাভ করতেন এতে জাতির নেত্রী খালেদা জিয়া পরাজিত হতেন- তাইতো ইশতিয়াক-লতিফদের কারসাজিতে তাকে নির্বাচনের সময় থাকতে দেয়া হয়নি। জননেতা হাজারী রাজনীতি করেন, কোনো নিষিদ্ধ রাজনীতি করেন না। তার সঙ্গে আরজু-সাজু- একরামসহ ফেনীর সব আওয়ামী লীগারদের যোগাযোগ থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে এটাও স্বাভাবিক। সরকার তো কোনো আইন করেননি যে ওনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না! তাহলে সম্পর্কের সূত্র ধরে কেন প্রশাসনিক হয়রানি হচ্ছে?

আর রাজনীতিতে কেউ স্বেচ্ছা নির্বাচনে যাননি, এটা তো নয়। কাদের সিদ্দিকী, আওরঙ্গ অথবা হাসানাত আবদুল্লাহ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট কালো রাতের পর স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাননি। আত্মগোপন করেননি? তাহলে জয়নাল হাজারী যদি একটা রক্তলোলুপ গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার কারণে আত্মগোপন করেন তাহলে কী অপরাধ হবে?

আমি নোয়াখালীর সন্তান। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ফেনীর রাজনীতির সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। ১৯৭৯ সালে যখন আমরা ফেনীতে ছাত্রলীগ করতাম তখন সংগঠনের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। জননেতা জয়নাল হাজারীর সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও সংগঠনিক প্রজ্ঞার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই শক্তিশালী সাংগঠনে রূপ লাভ করে আওয়ামী লীগ। পৌরসভা ও জাতীয় নির্বাচনে সংগঠনটি ভালো ফলাফল লাভ করে। আর ফেনীর আওয়ামী লীগ ও জয়নাল হাজারীর নাম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হাজারীবিহীন আওয়ামী লীগ ফেনীতে কল্পনাও করা যায় না। তাইতো ২০০৩ সালের ৩১ মে ফেনীর কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে আঃ জলিল তার ব্যবসায়িক পার্টনার হুমায়ুনকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে তা ভেস্তে যায়। কিন্তু জলিল সাহেব এখানেই না থেমে ছলে-বলে-কৌশলে ফেনীর পৌরসভা নির্বাচনের দোহাই দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়ে সাময়িক বহিষ্কারাদেশ দিয়েছিলেন। আমরা জানি বঙ্গবন্ধু কন্যা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় হাজারীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করবেন না। ফেনীর আপামর জনতার প্রত্যাশাও তাই। আর ফেনী পৌরসভার ১ নম্বর কমিশনার টিটু হাজারীর কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। টিটু হাজারী জননেতা জয়নাল হাজারীর ভাই কামাল হাজারীর ছেলে এটা ঠিক। কিন্তু তার নামে আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক অথবা ক্রিমিনাল কেইস নেই, তাই টিটুর বিরুদ্ধে মামলা আছে- এ কথা প্রতিবেদনে প্রকাশ করা দুঃখজনক। হাজারী দোষে-গুণে একজন মানুষ। রাজনীতি করতে গিয়ে তারও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।

এসএইচএম তসলিম উদ্দিন
জাপান

ই | টা | লি

রুশদের বিলাসবহুল জীবন

ছুটির অবসরে

'তাতিয়ানা দিয়াচেন্‌কো' এক্স প্রেসিডেন্টের মেয়ে অর্থাৎ বরিস ইয়েলতসিনের মেয়ে ফ্রান্সের কোস্টা অ্যাজুরায় বিশাল এক ক্যাসেল কিনেছেন। এরজন্য তিনি ব্যয় করেছেন কয়েকশ' মিলিয়ন ডলার। 'বরিস বিরজভস্কি' বর্তমানে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত এই রুশ ইহুদি টাইকুন বর্তমান সরকারের কোপানলে পড়ে যদিও দেশছাড়া টিভি মিডিয়া, পরিবহন (বিমান), তেল, গ্যাসসহ নানা কিছু এখনো তারই ইশরায় চলছে। রোমান আব্রাহাম ও ভিচ বর্তমান সময়ের সর্বাধিক আলোচিত ধনী, হীরা, স্বর্ণ সমৃদ্ধ অঞ্চল 'ইয়াকুট'-এর গভর্নর এই ইহুদী আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ১০ ধনীর একজন। পেলোরুশ নামক প্রমোদতরীটি তিনি কিনেছেন ১২০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। ছুটি কাটাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুটিন, তার সঙ্গেই আছেন রোমান আব্রাহামোভিচ। ছবিতে দেখুন।

শহীদুল ইসলাম
Piazza Unita D' italia ze
20059 Vimercato (Mi), Italy, shakhidul@yahoo.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

টা|র|ন্টো

জুডিথের চোখ মা এবং অন্যান্য

জুডিথের চোখের দিকে আমি না তাকিয়ে পারলাম না। অকারণে কারো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা মোটেও শোভন কোনো কাজ নয়। স্বস্তিকরও নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই দেশগুলোতে এগুলোকে ভিন্ন চোখে দেখা হয়। অহেতুক কারো ব্যাপারে নাক গলানোও এরা পছন্দ করে না। এসবের অনেক হ্যাপাও আছে। কিন্তু আমরা বাঙালিরা এসবে খুবই পারদর্শী। অন্যের হাঁড়ির খরব না রাখতে পারলে আমাদের পেটের ভাতই হজম হয় না।

যাই হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ব্যক্তিস্বাধীনতার এই দেশে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর হ্যাপা সম্পর্কে একটা গল্প বলছি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সেটা সম্ভবত ডিসেম্বর মাস। অটোয়া শহর।

সেদিন ছিল ঘন তুষারপাত

সেদিন ছিল খুব খারাপ ওয়েদার। ঘন তুষারপাত হচ্ছে। চারদিকে বরফের স্তূপ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। এ অবস্থার মধ্যে পথ চলতে গিয়ে সত্তরোর্ধ্ব এক মহিলা পা পিছলে পড়ে যান। পড়ে গিয়ে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। অটোয়া এমন একটি শহর যেখানে মানুষ পায়ে হেঁটে বেশি চলাচল করে না। আমার অটোয়ার এক বছরের অভিজ্ঞতায় তাই মনে হয়েছে। মাত্র সাত লাখ লোকের বাস এ শহরে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এ শহরকে মনে হয় জনমনুষ্যহীন। উইকএন্ড এবং শীতের সন্ধ্যায় রাস্তাঘাটে মানুষ থাকেই না প্রায়। তেমনি এক পরিস্থিতিতে হয়তোবা সেই মহিলা পা পিছলে পড়ে যান। আস্তে আস্তে বরফে ঢেকে যেতে থাকেন। কোনো কোনো পথচারী তাকে হয়তো দেখেও থাকতে পারেন, কিন্তু কেউই তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেননি। কী থেকে কী হয় কে জানে! সেই ভয় থেকেও হয়তো কেউ এগিয়ে আসেনি। তিন-চার দিন পর পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। তবে মৃত। কি অভাগা এই জীবন! এই হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। স্বেচ্ছায় একাকিত্বকে বেছে নেয়া। এই গল্পটি আমি অন্যের কাছ থেকে শুনেছি।

এবার জুডিথের কথায় ফিরে আসা যাক। জানি না কেন আমি জুডিথের চোখের দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। সেদিনও ছিল এক দুর্যোগপূর্ণ দিন। তাপমাত্রা মাইনাস পনেরো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পেঁজা

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

e¤wZ gi we kl gj¤nvm

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, সাগরপোনা, কাকিলা, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (গরু, খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, বরবটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

তুলার মতো ঘন তুষারপাত হচ্ছে। দুহাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো স্নো তাড়াচ্ছি আর হাঁটছি। যেন এটা একটা খেলা। চমৎকার লাগে আমাদের কাছে এই অপূর্ব দৃশ্য। দুগ্ধধবল নরোম তুলোর বরফ স্তূপ হচ্ছে। আমার সমস্ত শরীর সাদা বরফে আচ্ছাদিত হচ্ছে। রাস্তাঘাটে মানুষজন নেই। এই শহরে আমার মতো আরো দু-একজন হয়তো আছে যাদের গাড়ি নেই। একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছি আরেকজন মানুষ ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। সাদা বরফে আচ্ছাদিত অপূর্ব এই প্রকৃতির মাঝে সামনের মানুষটির একটু কুজো হয়ে হেঁটে যাওয়াটাকে আমার কাছে অতিপ্রাকৃত কোনো দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছে। আমার হৃদয়ের মধ্যে এক অন্য রকম ব্যঞ্জনা তৈরি করছে এই দৃশ্য। যেন এটা কোনো বাস্তব দৃশ্য নয়। কল্পনায় বা স্বপ্নে দেখা কোনো দৃশ্য। দৃশ্যটা আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় ক্রমেই প্রলম্বিত হচ্ছে। উদ্বেলিত হয়ে উঠছে আবেগ ওই একটি দৃশ্য দেখে। একটি উদ্‌গত অনুভূতিকে কিছুতেই আমি প্রবোধ দিতে পারছি না। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আমি স্বাভাবিক হলাম। একটা পরিচিত দৃশ্যের মতোই যেন। এর বেশি আর কিছু কি? একটু পরেই আমি দৃশ্যটাকে অতিক্রম করলাম। মানুষটির কষ্টকর পথচলা দেখছি। আমি আমার গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দু'জনেরই গন্তব্য এক। ইনডিপেন্ডেন্ট। গ্রোসারি স্টোরের নাম। মানুষটি স্টোরের চত্বরে এসে দাঁড়ালেন। সম্ভবত একটু জিরিয়ে নেবেন। এবং আমি ঘুরে তার চোখে চোখ রাখলাম। তিনিও। একটুখানি হাসলেন। প্রশ্রয়ের হাসি। তীব্র ঠান্ডা থেকে এবার ভেতরে যাওয়া হলো। তিনি বসলেন এবং আমাকেও ইশারা করলেন বসতে।

কে তুমি!

এই শহরে আমি একজন নতুন মানুষ।

ও। কোথায় তোমার বাড়ি?

বাংলাদেশ। তুমি চেন?

হ্যাঁ।

ছেলেমেয়ে?

হ্যাঁ, এক ছেলে এক মেয়ে।

খুব ভালো। ফ্যামিলির সঙ্গে থাকা খুবই আনন্দের ব্যাপার।

তোমার কে আছে!

দুই ছেলে। তবে ওরা কেউ আমার সঙ্গে থাকে না। আমি একাই।

হঠাৎ মানুষটি কি যেন খুঁজতে শুরু করলেন। পকেট থেকে কিছু জিনিস পড়ে গেল। আমি তুলতে সাহায্য করলাম। পড়ে যাওয়া জিনিসের মধ্যে একটা লুনি ছিল। সেটা আমাকে দিয়ে বললেন, এটা সব সময় রেখে দেবে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন? তিনি বললেন, এটা রেখে দাও। দাও বলছি।

এরপর মানুষটি তার ফোন নম্বর দিয়ে চলে গেলেন। এই মানুষটিই হচ্ছেন জুডিথ। বয়স আশির কাছে হবে।

জুডিথের হাঁটা আর চোখ দুটো আমার মায়ের হাঁটা আর চোখের মতোই। তাকে দূরে থেকে দেখে তাই আমার মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। তার চোখ দেখে আমি চোখ ফেরাতে পারিনি। মায়েদের আবার কোনো জাত আছে নাকি!

টেরন্টো
জসিম মল্লিক

স্ট | ক | হো | ম

প্রিয় দেশ ভালো থেকো

ইউরোপে যেদিন প্রথম পা রেখেছিলাম, সেদিন থেকেই সময় যন্ত্রে এমনভাবে চেপেছি, যে অসুস্থ হয়ে কুঁকড়ে থাকলেও থেমে থাকার উপায় ছিল না। একাধিকবার ভেবেছিলাম, কিছুদিনের জন্য পুস্তক পাঠে ক্ষান্ত দিই। আমি তো ভালোবাসার পাখি নই; হয়ে যাই নিশি রাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত যুবক- রন্ধনশিল্পে মনোনিবেশ আর আগামী দিনের শ্রেণীকক্ষের পাঠ প্রস্তুতি। ইউরোপে এমনই নির্ঘুম সময়। ত্বরণের গতি ছিল এতোই বেশি যে, তোমার দিকে চাইনি। চেয়েছি আবেগ নিয়ন্ত্রিত মানুষ হতে। তবে তোমাকে দেখেছি তিনবার।

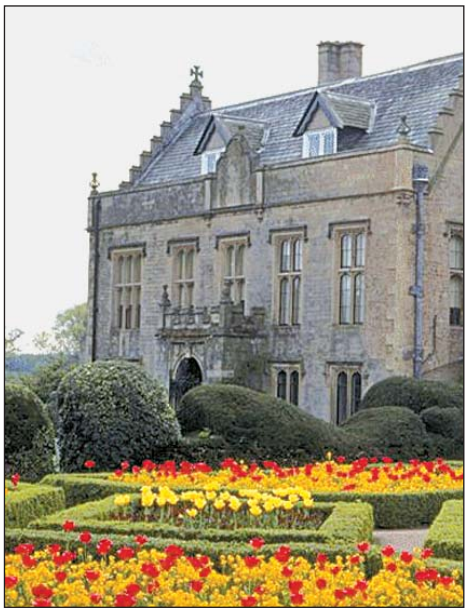

প্রবাসেও মনে পড়ে দেশের কথা

একবার খুব সকালে। এজাজ ভাই দেশে ফিরছেন। আমি, সানির আর সাগর ভাই মিলে আরলান্ডা এয়ারপোর্টে হল্লা করছি। এজাজ ভাই বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করলেন। ইমিগ্রেশন পার হলেন। আমার কেন যেন মনে হলো তুমি কতো কাছে, অথচ কত দূরে। কেন যেন মনে হলো ইউরোপ অভিযাত্রী সাগর ভাইও তোমাকে দেখলেন। আমাদের আরলান্ডা থেকে ফিরবার সময়টা ছিল বড্ড দীর্ঘ, বুদবুদ ওঠা চেনা অনুভূতি। তারপর আবার অনেকগুলো দিন। আমি ছুটছি তো ছুটছি। গুডান্সকের রাশিয়ান হোটেল, কিলিনিগ্রাদের অতীত ভাস্কর কিংবা চাইনিজের ভালোলাগা তন্বী আমার জন্য অনেকটাই অতীত। ম্যাপে খুঁজে ফিরছি তখন মারবুর্গের অস্তিত্ব।

মধ্য ত্রিশের বাঙালি নারী। দিগ্বিজয়ী। সুইডিশ সরকারের আমন্ত্রণে এ দেশে আগমন। অনেক দিন বাদে কাউকে দেখছি লাল টুকটুকে সালোয়ার-কামিজ পরা। এই পশ্চিমা ইউরোপিয়রাও তাকে দেখছে। তার বিস্ময় ভরা চোখকে।

সারগেল স্তরগের কাছে কেন যেন তাকে বিদায় জানাতে গিয়েই হুট করে তুমি চলে এলে- অনেক দিন বাদে। ঝাপসা করে দিলে আমার দৃষ্টিক্ষমতা। আমার চলার দৌরাত্ম্যটুকু স্থবির করে দিলে! আবার এগুনো শুরু হলো তোমাকে ছেড়ে। অদ্ভুতভাবে একাকী অনেক দূরে। আমার সবচেয়ে বড় ত্রুটি, আমি প্রয়োজনের সময় দরকারী জিনিসটা খুঁজে পাই না। একরাশ চেনা কাগজের মাঝ থেকে তোমাকে দেখলাম। তুমি উঁকি দিচ্ছ। আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। সময়ের স্রোতে আজ কখনো কখনো চোখে বাধে ক্রোনার, স্লটিস, ডলার কিংবা ইউরো। অথচ একটা ময়লা বিশ টাকার নোট, যার মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে দেখলাম। আরো একবার। একইভাবে অন্যবারের মতো। তুমি সেই আগের মতো, এখনো আমার কাছে- আমার ভেতরে লুকিয়ে আছো। প্রিয় বাংলাদেশ- তুমি ভালো থেকো।

পাঁচু
টেকনিস্কা হোগস্কোলা
স্টকহোম, iym2021@yours.com